unesco

Rural Craft & Cultural Hubs
of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal

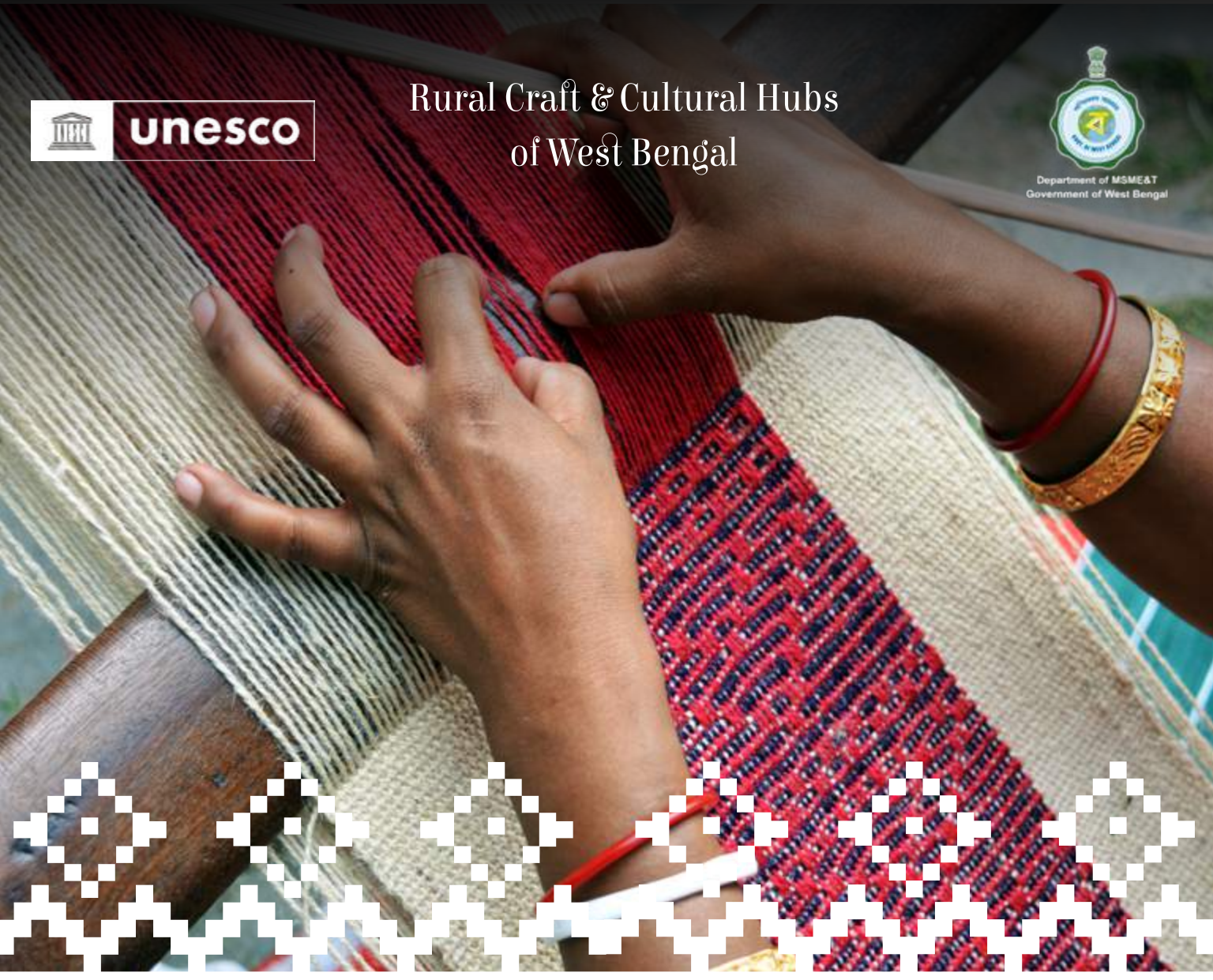

ধোকরা

সোনালি তন্তু

> সংস্কৃতিকে যদি সংরক্ষণ করতে হয়, আমাদের অবশ্যই তা সৃষ্টির কাজ চালিয়ে যেতে হবে
>
> -যোহান হুইজিঙ্গা
> ওলন্দাজ ঐতিহাসিক

পশ্চিমবঙ্গের রুরাল ক্রাফট ও কালচারাল হাব

পশ্চিমবঙ্গ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এই রাজ্যের পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলার নান্দনিক উত্তরাধিকারের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। খেজুর পাতা এবং সাবাই ঘাস দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, হাতে বোনা পাটের মাদুর (ধোকরা),বেতের সরু কাঠি বা মাদুরকাঠি দিয়ে তৈরি শীতলপাটি এবং মাদুর, মৃৎপাত্র, কাঁথাশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, যেখানে দেশীয় কারুশিল্পের দক্ষতার সঙ্গে জীবনযাত্রার উপযোগী শিল্পদ্রব্যের সংমিশ্রণ ঘটে।

বাংলার লোকশিল্প এই ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, জাতিগত ঐতিহ্য ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারাকে প্রতিফলিত করে। মুখোশের বৈচিত্র্য, ডোকরা এবং অন্যান্য ধাতুশিল্পের কাজ বাংলার শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি গায়কদের সুমধুর সুর, ছৌ, রায়বেঁশে ও ঝুমুরের বর্ণময় নৃত্য, পুতুলনাচ ও পটচিত্রের মতো গল্প বলার ঐতিহ্য এবং গম্ভীরা, বনবিবির পালার মতো লোকনাট্য ও অন্যান্য লোকশিল্পে। 'রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব'(RCCH) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোটো, মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর (MSME&T) ও ইউনেস্কো-র (UNESCO) তত্ত্বাবধানে রূপায়িত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং গ্রামীণ সৃজনশীল উদ্যোগকে শক্তিশালী করা। ২০১৩ সালে ৩০০০ হস্তশিল্পীদের নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে রাজ্য জুড়ে ৫০০০০ হস্তশিল্পী ও লোকশিল্পীরা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রকল্পটি লোকশিল্পের ঐতিহ্যগত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে, বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ গড়ে তুলেছে, বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে কয়েকশো মহিলা ও তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায় নিয়ে এসেছে। ডিজিটাল মাধ্যমগুলির ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলেছে। তারা লোকশিল্প ও কারুশিল্পের প্রচারের জন্য সামাজিক মাধ্যমগুলি ব্যবহার করতে শিখেছে। প্রকল্পটি পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে শিল্পীদের উন্নয়ন, সামাজিক পরিসরে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং আরও বিভিন্ন সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

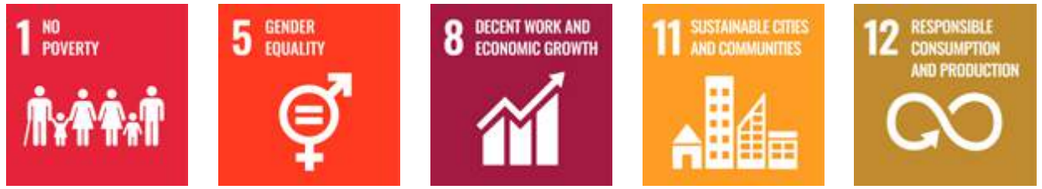

ধোকরা

সোনালি তন্তু

ধোকরা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ এলাকায় হস্তচালিত তাঁতে পাটের মাদুর বোনার এক ঐতিহ্য। বোনার কাজটা হয় বাড়িতে, ব্যাক-স্ট্র্যাপ লুমে। 'সোনালি তন্তু' পাট পাওয়া যায় এলাকাতেই এবং এটা ধোকরা এবং অন্যান্য পণ্য বানানোর কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ধোকরা বোনা এলাকার বেশ কয়েক হাজার মহিলার জীবিকা।

হস্তশিল্প কেন্দ্র

জেলা - উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর

ব্লক -কুশমন্ডি, কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার

ধোকরা বোনার শিল্প ছড়িয়ে আছে উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জুড়ে। মূল এলাকাগুলি হল কুশমন্ডি , কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার।

ইটাহারের কুলাতোর শিল্পীদের একটা অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। অন্যান্য কেন্দ্রগুলি হল, ইটাহারের মধুপুরিন, কালিয়াগঞ্জ, পাতিরাজপুর এবং কুশমন্ডির বেলডাঙার সরলা, কোচরা, মহিষবাথান গ্রাম। ট্রেন যোগাযোগ থাকায় কালিয়াগঞ্জ এবং রায়গঞ্জ থেকে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের গ্রামগুলিতে যাওয়া যায়। গ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ু অঞ্চলের এই এলাকাগুলির বেশিরভাগই অনুন্নত। স্থানীয় প্রকৃতি ও সংস্কৃতিকে উপভোগ করতে হলে শীতকাল এখানে আসার আদর্শ সময়।

কুলাতোরে পাতিরাজপুর তন্তুবায় হস্তশিল্প সমবায় সমিতি প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি কোঅপারেটিভ সোসাইটি সক্রিয়। এখন তাদের একটি পরিকাঠামোও রয়েছে। যদিও স্থানীয় মহিলারা মূলত বাড়ি থেকেই কাজ করেন।

শিল্পীদের সংখ্যা
দক্ষিণ দিনাজপুর- ৩৬৩৪
উত্তর দিনাজপুর- ১৪৬৮

উত্তর দিনাজপুর

ষষ্ঠী দাস	97332 64790
তুলসী সরকার	8436340400
ছায়া মন্ডল সরকার	7098117592
রিনা সরকার	7076904983

দক্ষিণ দিনাজপুর

সঞ্চিতা সরকার	7872878518
বাসন্তী সরকার	9635105355
পূর্ণিমা সরকার	9593809421
সন্ধ্যা সরকার	9593431226

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামে রয়েছেন প্রায় ৩০ জন দক্ষ শিল্পী। দক্ষিণ দিনাজপুরের কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পী হলেন – সঞ্চিতা সরকার, বাসন্তী সরকার, কবিতা সরকার, অলকা সরকার, মাতন সরকার। অন্যদিকে উত্তর দিনাজপুরের শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন – তুলসী সরকার, রীনা সরকার, ছায়া মন্ডল সরকার, রঞ্জনা দেবশর্মা, শৈব্যা সরকার এবং ভারতী সরকার। পাতিরাজপুর তন্তুবায় হস্তশিল্পী সমবায় সমিতি প্রাইভেট লিমিটেড-এর সচিব ষষ্ঠী দাস হস্তশিল্পের গুণমান, প্রশিক্ষণ, জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নেন।

প্রক্রিয়া

ধোকরা বানানো হয় স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত পাট ব্যবহার করে। বানানোর প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ এবং শেষ হতে সময় লাগে। ধোকরা বানানোর প্রক্রিয়াটিকে এভাবে ভাগ করা যেতে পারে।

তন্তু তৈরি করা

পাট চাষ করা হয় বাড়ির কাছাকাছি জমিতে। তারপর গাছগুলিকে কাটা হয় তন্তু বা ফাইবার বার করার জন্য। এরপর তন্তুগুলিকে নরম করার জন্য জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর সেগুলিকে বোনার উপযোগী করে তোলার জন্য জল ঝরিয়ে রোদে শোকানো হয়।

রং করা এবং হাতে পাকানো

পাকানো পাটের গোছাগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী রঙ করা হয়। এরপর তন্তুগুলির রং পাকা করার জন্য রোদে শোকানো হয়। শুকনো পাটের তন্তুগুলিকে উপযুক্ত আকার অনুযায়ী হাতে পাকানো হয়। একটা লম্বা বান্ডিলে গুটিয়ে রেখে সেগুলি বুননের উপযোগী করে তোলা হয় এবং নিশ্চিতভাবে বোনার উপযুক্ত করে তোলা হয়।

তাঁতের অংশগুলি

১। 'টাকু' একটি যন্ত্র যা পাটের আঁশ থেকে পাটের সুতো তৈরি করার কাজে ব্যবহৃত হয়।
২। 'খুঁটি' বলতে বোঝায় দুটি বাঁশের খুঁটি, যা মাটিতে পোঁতা থাকে এবং একটি তাঁতের প্রধান কাঠামো হিসেবে কাজ করে। দুটি কাঠের পিন, যা খুঁটি নামেও পরিচিত, একটি বাঁশের ফ্রেমে কাঠের তৈরি এই পিন সুতো সাজানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।
৩। 'নেথুন' একটি ভারী কাপড় যা তাঁতির কোমরের চারপাশে আবৃত থাকে, যার ফলে সেই কাপড়টিও তাদের তাঁতের একটি অংশ হয়ে ওঠে।
৪। 'ডেডলং' হল একটি পুরু কাঠের রড যা পাটের সুতোর মাঝখানে স্থাপন করা হয়, যা সুতো ওপরে উঠতে এবং নিচের দিকে যেতে সাহায্য করে।
৫। 'জাল কাঠি' একটি টাকু-আকৃতির কাঠ যা একটি সুতো থেকে আরেকটি সুতো আলাদা করতে ব্যবহৃত হয়।
৬। 'চোখ পরানো' হল এক ধরনের একটি তাঁত, যাতে অনেক বেশি সংখ্যক সুতো বোনা যায়। 'ডোনডোর কাঠি' সুতোগুলিকে ভাগ করতে ব্যবহৃত হয় যার ফলে প্যাটার্ন বা নকশা তৈরি হয়। চোখ পরানো তাঁতে বোনা তাঁতবস্ত্রে বিপরীতমুখী প্যাটার্ন তৈরি করা যায়।
৭। 'কুপনি' হল বাঁশের কাঠামো যা বোনা মাদুরটির চারপাশ মোড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।
৮। বড়ো আকৃতির 'বিওং' বয়নকে শক্তিশালী এবং দৃঢ় করতে ব্যবহৃত হয়।
৯। ছোটো আকৃতির 'বিয়ং' মাদুরের উপর প্যাটার্ন ও নকশা তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় এবং বুনন যখন শেষদিকে তখন বোনা মাদুরটিকে শক্তিশালী এবং দৃঢ় করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি 'ওলঙ্গি' নামেও পরিচিত।
১০। মাদুরের গঠন ও প্রস্থ অক্ষত রাখতে 'কাটানি' ব্যবহার করা হয়। মাদুরের ওপর নির্ভর করে আকার ভিন্ন হতে পারে।

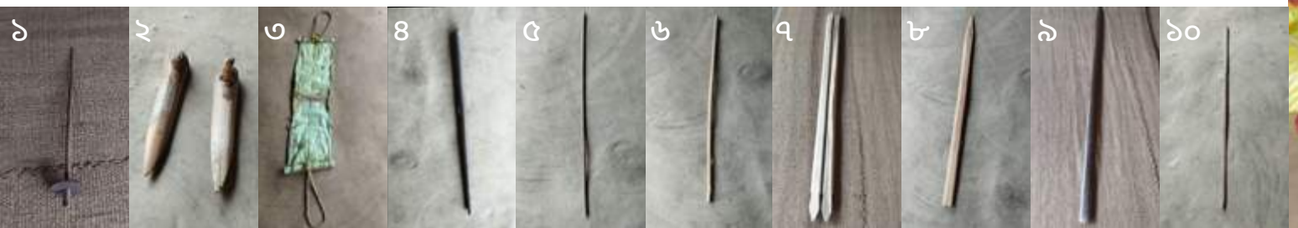

ব্যাক স্ট্র্যাপ লুমে বোনা

বোনার জন্য ব্যবহৃত হয় বাঁশ বা কাঠের ব্যাক স্ট্র্যাপ লুম। এই লুম বা তাঁতের বৈশিষ্ট্য হল এখানে তাঁতের সঙ্গে তাঁতির কোমর বাঁধা থাকে। মাদুর বোনার প্রক্রিয়া শুরু হয় পাটের সুতো বা বাভিল বাঁশের ফ্রেমে তাঁতে ঢুকিয়ে দিয়ে, একজন তাঁতি টানা ও পোড়েনের সাহায্যে সেগুলি বোনেন। বোনা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁতি ডিজাইন অনুযায়ী নানা রঙের সুতো ব্যবহার করেন। এভাবে তৈরি হয় একটা নির্দিষ্ট মাপের সামগ্রী। ফিনিশিং টাচ দেওয়ার পর তা কাচতে দেওয়া হয়।

বুনন ও প্যাটার্ন

মাছ ইঁদুর জ্যামিতিক ফুল

কীটপতঙ্গ পিরামিড পাখি রঙের শেড

বাড়ি বরফি চেক ফুল

তারা গাছ জিকজ্যাগ জ্যামিতিক

পণ্যগুলি

সাধারণভাবে ধোকরাগুলি পরিবারের শোয়া ও বসার কাজে ব্যবহৃত হত বলে কোনো রং করা হত না এবং তার ওপরটা হত খসখসে। বর্তমানে কিছু বুনন শিল্পী স্ট্যান্ডার্ড সাইজ ধোকরা (৫ ফুট x ৬ ফুট) ছাড়াও বেডশিট, শাল, দরজা ও মেঝের মাদুরের মতো বৈচিত্রময় পণ্য তৈরি করছেন। বুনন শিল্পীরা ব্যাগও তৈরি করছেন যা সেলাই করে দিচ্ছেন স্থানীয় শিল্পীরা। তারা সুতোগুলি রং করে বুনছেন রংচঙে ধোকরা। কিছু উদ্যোগী শিল্পী সুতো, উল এবং কলার আঁশ দিয়ে ভালো বাজার রয়েছে এমন ধোকরা ও অন্যান্য সামগ্রীও করছেন। কিছু শিল্পী জ্যাকেট জাতীয় পণ্যদ্রব্যও তৈরি করছেন।

বালিশের কভার

ঝুড়ি

টেবিল ম্যাট

ওয়াল হ্যাঙ্গিং

ব্যাগ

পাউচ

জ্যাকেট

www.rcchbengal.com | www.naturallybengal.com

RuralCraftandCulturalHubs | uttardinajpurhastoshilpo | NaturallyBengal

rcch_bengal

unesco

Rural Craft & Cultural Hubs of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal